দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

গ্রামীণ উন্নয়নে গণশিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮০% ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি সমগ্র গ্রাম বাংলার উন্নয়ন। আর শিক্ষা হলো উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারেনি। যে জন্য বলা হয় 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোক এখনো শিক্ষার আলোকরশ্মি থেকে বঞ্চিত। ফলে সরকারী-বেসরকারী যাবতীয় উন্নয়ন প্রয়াস গ্রামে ইপ্সিত ফল দিতে পারছে না। কাজেই গ্রামের, আপামর মানুষকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হলে গণশিক্ষার প্রয়োজন অত্যধিক। গণশিক্ষার মাধ্যমেই ১৫-৩৫ বৎসর বয়সের কর্মক্ষম যুব শক্তিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি গণশিক্ষা কার্যক্রম নূতনভাবে শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সরকারের এ সদিচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সর্বস্তরের মানুষের যেমন আগ্রহ থাকা প্রয়োজন, তেমনি সর্বশক্তি দিয়ে এ মহতী পরিকল্পনাকে বাস্তবানুগ রূপ দেওয়াও অত্যাবশক।

গণশিক্ষা ও উন্নয়ন পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা ছাড়া যেমন কোন প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি কোন প্রকার উন্নয়নে অবদান রাখতে সমর্থ নয় — এমন ধরনের শিক্ষাও তাৎপর্যহীন। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য উন্নয়ন তথা আমাদের গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে আমরা কি বুঝি তা একটু বিশ্লেষণ করা যাক। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তা ভিন্নরূপ। আমাদের গ্রামীন বাংলাদেশের উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি গ্রামের সাধারণ মানুষের দু'মুঠো ডাল ভাতের ব্যবস্থা, মোটা কাপড় এবং একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই, নূন্যতম শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। আরো সহজ কথায় আমাদের গ্রামীণ জীবনের সেই হারানো সহজ সরল জীবন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে পাওয়া।

স্বাভাবিকভাবেই এবার প্রশ্ন আসে — 'গণশিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? গণশিক্ষা বলতে আমরা বুঝি ব্যাপক গণমানুষের জন্য শিক্ষা। যে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রামীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবো। বলাবাহুল্য, স্বনির্ভর শান্তিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা আমাদের গ্রামীণ সমাজের জন্য নূতন কিছু নয়। একসময় আমাদের গ্রামগুলোতে পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান ও বাটা ভরা পান ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘরে ঘরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অশিক্ষা ও কলহ-কোন্দলের ফলে তা আস্তে আস্তে কমে গেছে। গণশিক্ষার মাধ্যমে আমাদের সেই হারানো লুপ্ত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

সেজন্য গণশিক্ষা যেমন গণমুখী হবে অর্থাৎ প্রচলিত শিক্ষা ধারার ন্যায় ব্যয়বহুল ও

এম, আবু সালেহ

কতিপয় সুবিধাবাদীর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উপকরণ হবে না। তেমনি তা হবে বহুমুখী অর্থাৎ গণশিক্ষার নামে শুধু অক্ষর জ্ঞানদান নয়, শুধু কিছু যোগ - বিয়োগ শেখানো নয় কিংবা গতবাঁধা নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেয়া নয়। এ শিক্ষা হবে সার্বিকভাবে গ্রামীন মানুষের প্রয়োজন উপযোগী ও জীবনধর্মী। বলাবাহুল্য 'এ প্রয়োজন অঞ্চল ও গ্রাম ভেদে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য হবে অভিন্ন-সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন। সেজন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক লাভজনক শিক্ষা আলোচিত গণশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। কুটির শিল্প হাঁস-মুরগী পালন, ঘর-বাড়ী নির্মান পদ্ধতি, কার্পেন্টারী, আধুনিক চাষাবাদ, সমবায় পদ্ধতি, সঞ্চয় শিক্ষা, রিকশা মেরামত, ছোট-খাট সাজ-সরঞ্জাম তৈরী, বৈদ্যুতিক প্রশিক্ষণ, মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরী, পুতুল তৈরী বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি এ শিক্ষার আওতাভুক্ত হবে। তানা হলে গতানুগতিক শিক্ষার মতো মুখস্ত সর্বস্ব বিদ্যা গ্রামীণ জীবনে কোন পরিবর্তন যেমন আনবে না, তেমনি তা উন্নয়নেও কোন অবদান রাখতে পারবে না। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে যাঁরা গণশিক্ষা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে তাদের এ বিষয় সতর্ক থাকতে হবে।

আশা করা যায়, 'গণশিক্ষা' গণমানুষকে জীবনে ও মননে সঠিকভাবে উন্নীত করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে, গ্রামীণ জীবনে এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিকভাবে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী, সমস্যা অনুযায়ী ও সময় অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষা সার্বিকভাবে দেশের শিক্ষিত তরুণদের, স্কুল-কলেজের, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, মেডিকেল ও প্রকৌশল কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সে সাথে গ্রামের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ এ কথা ভুললে চলবে না যে, 'অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।' গ্রামের মুরুব্বীজনদের অভিজ্ঞতালব্ধ সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনী গুরুত্বের সাথে নূতন অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের কাছে প্রচার করতে হবে। সে সাথে গ্রামের যারা বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পে ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শী, তাদের স্ব স্ব বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে।

মূলকথা হলো, গ্রামীণ মানুষকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে — যেহেতু শিক্ষা ছাড়া কোন প্রকার ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণশিক্ষায় অংশগ্রহণ করে সর্বতোভাবে একে সফল করে তোলা আমাদের সকলের কর্তব্য। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" — এ প্রবাদ বাক্যটি আমাদের মনে রেখে গণশিক্ষা বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে — 'যে জাতি নিজকে সাহায্য করে না, আল্লাহ সে জাতিকে কখনো সাহায্য করে না' — এ কথা আমাদের গ্রামীন উন্নয়ন ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। গ্রামের সকল মানুষ যদি নিজেদের উন্নতির কথা নিজেরা চিন্তা না করে তাহলে প্রচলিত ধারায় সকল প্রকার সরকারী-বেসরকারী উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। কাজেই আমাদের সকল ক্ষেত্রে অপচয় রোধে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের গ্রাম বাংলার উন্নয়নে যেহেতু গণশিক্ষার কোন বিকল্প নেই, সেহেতু এর সফল বাস্তবায়নে সকল স্তরের মানুষের আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োজন গ্রামীণ উন্নয়নে গণশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সযত্ন ও আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৩০